পর্য্যন্ত করিয়া থাক; অথচ অনন্ত ভক্তে সেই আত্মদান করাতেও যে তোমার কোন উপচয় বা অপচয় ঘটে না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীগোস্বামীপাদকৃত শ্লোক-ব্যাখ্যা যথা—"সুহৃৎ হিতকারী স্বভাব। তন্মধ্যেও কৃতজ্ঞ—উপকারের আভাষেও বহুমননকারী। যিনি ভজনকারী-জনের সব অভীষ্ট বিষয় সর্ব্বতোভাবে দান করেন। তন্মধ্যেও নিজের সুপ্রীতিলাভের জন্য কিন্তু আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে "সুহৃদঃ" এই ষষ্ঠী বিভক্তিটি "সুহৃদে" এই চতুর্থী বিভক্তির স্থানে আর্ষ-প্রয়োগ হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে ভোগদানে ও আত্মদানে সম্যগ্ আবেশের কোনই অভাব ঘটে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তাঁহার উপচয় ও অপচয় নাই। অর্থাৎ বহুল ভক্ত একই শ্রীভগবান্‌কে ভজিতেছেন, ভগবান্ একই সময়ে সকল ভক্তগণের নিকটে উদিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তকেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও আত্মদান সর্ব্বতোভাবে করাতে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে—ভগবান্ হইলেন এক, ভক্ত হইলেন বহু; কি প্রকারে ভগবান্ প্রতি ভক্তে আবেশ রক্ষা করিতে পারেন? এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগদানে ও আত্মদানে সমর্থ হইতে পারেন? তাহার উত্তর শ্রীভগবান্ অব্যয় অখণ্ডতত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়াই সর্ব্বসমাধানে সমর্থ সর্ব্বস্বদানেও তাহার কিছু ক্ষতি হয় না। ১০।৪৮ অক্রূর শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন ॥ ১০৭ ॥

তদভক্তমাত্রানাদরেনাহ যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃপতিং প্রপন্না জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র। নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ১০৮ ॥

যত্র যস্মাৎ ভগবদ্ধর্ম্মপর্য্যন্তো ধর্ম্মো ভবতি ভগবৎপর্য্যন্তস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। তাং প্রাপ্তা অপি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং জ্ঞানানাঞ্চ মূলং যে ভগবত আরাধনং ন বিতরন্তি ন কুর্ব্বন্তি। তদুক্তম্—বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ইত্যাদি। তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্। যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্। অশীতিচতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু। ভ্রমদ্ভি পুরুষৈঃ প্রাপ্য মনুষ্যং জন্ম পর্য্যয়াৎ। তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্। বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়মিতি ॥ ৩।১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীব্রহ্মা ৩।১৫।২৪ শ্লোকে দেবগণের নিকট শ্রীভগবানের অভক্তমাত্রের অনাদর দ্বারাও ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব বলিয়াছেন। যাহারা আমাদেরও অত্যন্ত প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এই শ্রীভগবানের আরাধনা করে না, তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহার সুবিস্তৃত মায়ায় সম্যক্ বিমোহিত। সেই ভগবদভজনকারী মানবের জন্য আমাদের বড়ই